মুজিবনগরে যুব সংঘের উদ্যেগে অসহায় ব্যাক্তিদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস ৯ নং ওয়ার্ড যুবসংঘের উদ্যেগে করোনা ভাইরাসের কারনে অসহায় ও কর্মহিন হয়ে পড়া ৫০ টি পরিবারের মাঝে খাবার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকালে সকলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এ সকল খাবার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলা আনন্দবাস গ্রামের ০৯ নং ওয়ার্ড যুব সংঘের সভাপতি ইমরান হোসেন, সহ সভাপতি পলাশ হোসেনসহ যুব সংঘের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

যুব সংঘের সভাপতি বলেন, করোনা ভাইরাসরর কারনে বিভিন্ন মানুষ কর্মহীন হয়ে পরেছে। এতে কর্মহীন হয়ে পরা মানুষগুলো অসহায় হয়ে পরেছে। সকলেই খাদ্যে সংকটে ভুগছে। আর আমরা তাদের এই খাদ্য সংকট ঘুচাতে তাদের পাশে দারানোর সিদ্ধান্ত নিই।
পরে আমাদের ক্লাবের সদস্যদের নিজ অর্থায়নে অসহায় ৫০ টি পরিবারের মাঝে এ সকল খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

অভুক্ত সেই পরিবারে খাদ্য সামগ্রী পৌছে দিলেন বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান

মেহেরপুরের মুজিবনগরে লকডাউনে থাকা জিবন ইসলাম নামের সেই অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী পৌছায়ে দিয়ে আসলেন বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন।

মুজিবনগরে লকডাউনে থাকা জিবন ইসলামের পরিবার অভুক্ত শিরোনামে মেহেরপুর প্রতিদিন এ এমন নিউজ প্রকাশ হওয়ায় সেটি দেখার পর শুক্রবার সকালে চেয়ারম্যান তার গ্রাম পুলিশের মাধ্যমে অসহায় পরিবারটির মাঝে সামগ্রী পৌছায়ে দেন। এছাড়া লকডাউনে থাকা পরিবার গুলোর খাদ্য শেষ হয়ে গেলে পুনরায় জানানোর জন্য বলে আসা হয়।

ইউপি চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন জানান, লকডাউনে থাকা অসহায় সকলের বাসায় খাদ্য সামগ্রী দিয়ে আসার জন্য গ্রাম পুলিশ পাঠানো হয়। যে কোন ভাবে ঐ পরিবারটি বাদ পরে গিয়েছে। তবে মেহেরপুর প্রতিদিনে নিউজটি দেখার পর শুক্রবার সকালে আমার গ্রাম পুলিশের মাধ্যেমে তার বাসায় খাবার সামগ্রী দিয়ে আসি।

প্রসঙ্গত, ব্র্যাকের এক যক্ষাকর্মী করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ায় তার ভাড়াবাড়িসহ আশেপাশের ৬টি বাড়ি বুধবার সকালে লকডাউন করে প্রশাসন।

মুজিবনগরে লকডাউনে থাকা সেই পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী পৌছায়ে দিলো ইউপি সদস্য

মেহেরপুরের মুজিবনগরে লকডাউনে থাকা জিবন ইসলাম নামের সেই অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী পৌছায়ে দিয়ে আসলেন ইউপি সদস্য শংকর বিশ্বাস।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে মুজিবনগরে লকডাউনে থাকা জিবন ইসলামের পরিবার অভুক্ত শিরোনামে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় এমন নিউজ প্রকাশ হওয়ায় ঐ দিন সন্ধায় ইউপি সদস্য তার বাসায় যেয়ে খাদ্য সামগ্রী পৌছায়ে দিয়ে আসে।

এছাড়া লকডাউনে থাকা পরিবার গুলোর খাদ্য শেষ হয়ে গেলে পুনরায় জানানোর জন্য বলে আসা হয়।

ইউপি সদস্য শংকর বিশ্বাস জানান, লকডাউনে থাকা অসহায় সকলের বাসায়

খাদ্য সামগ্রী দিয়ে আসার জন্য গ্রাম পুলিশ পাঠানো হয়। যে কোন ভাবে ঐ পরিবারটি বাদ পরে গিয়েছে। তবে বিকালে মেহেরপুর প্রতিদিনে নিউজ দেখার পর আমার নিজ উদ্যেগে আপাতত কিছু খাদ্য সামগ্রী দিয়ে আসি।

প্রসঙ্গত, ব্র্যাকের এক যক্ষাকর্মী করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ায় তার ভাড়াবাড়িসহ আশেপাশের ৬টি বাড়ি বুধবার সকালে লকডাউন করে প্রশাসন।

মুজিবনগরে লকডাউনে থাকা একটি পরিবার অভুক্ত

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের ৬টি বাড়ি বুধবার (২২ এপ্রিল) লকডাউন করা হয়েছে। এদের মধ্যে একটি পরিবারের ৪ সদস্য অভুক্ত সময় কাটাচ্ছেন। সরকারী ও স্থানীয় কোন সহযোগিতা না পেয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করা পরিবারে বাড়ছে ক্ষোভ।

ভুক্তভোগীরা বলেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার কোয়ারিন্টিন করায় তিনি খোঁজ নিতে পারছেন না হয়তো। অন্য কেউ তাদের খোঁজ খবর না নেওয়া অসহায়ত্বের পাশাপাশি চরম ক্ষোভ বাড়ছে।

ভুক্তভোগী জীবন ইসলামের সাথে আজ বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে মোবাইলে যোগাযোগ হলে তিনি বলেন, আমার বাড়িতে চাউলসহ খাদ্য দ্রব্য তেমন কিছুই নেই। আজ বৃহস্পতিবার সকালে আলু ভর্তা আর ভাত রান্না হয়েছিল। এখনো দুপুরের রান্না হয়নি। বাসায় আমার অসুস্থ বৃদ্ধ মা, স্ত্রী ও শিশু কন্যা রয়েছে। এমন অবস্থায় কিভাবে তাদের আহার জোগাবো তা ভেবে পাচ্ছি না।

জানা গেছে, লকডাউনে থাকা ৬টি পরিবারের মধ্যে তিনটি পরিবার দরিদ্র। এদের মধ্যে কেদারগঞ্জ জামে মসজিদের মোয়াজ্জিন জীবন মিয়া কওমি মাদ্রসার পাচকের কাজ করে সংসার চালাতেন। বেশ কিছুদিন আগে থেকে তার পেশাগত কাজ বন্ধ হলে দিনমজুরী শুরু করেন। লকডাউনে থাকায় এখন তার কোন রোজগার নেই।

প্রশাসন ও স্থানীয়দের সহায়তার বিষয়ে তিনি বলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার কোয়ারিন্টিনে রয়েছেন তাই হয়তো তিনি মোবাইল রিসিভ করছেন না। স্থানীয় ইউপি সদস্য শংকরকে কয়েকবার কল দিলেও তিনি রিসিভ করেননি। কল কেটে দিচ্ছেন।

লক ডাউনে থাকা একজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, সকালে প্রশাসনের পক্ষ থেকে একজন গ্রাম পুলিশ সদস্য লকডাউনে থাকা তিনটি পরিবারে খাদ্য সামগ্রী দিয়ে গেছেন। জীবন ইসলামের কেউ কোন খোঁজ নেয়নি এবং খাবার পৌঁছায়নি।

তবে জেলা প্রশাসক আতাউল গনি বলেন, আমাদের পক্ষ থেকে সব সহায়তা দেয়া হচ্ছে। কারো কোন সমস্যা হলে তিনি আমাদেরকে মোবাইলে জানালে দ্রুত ব্যবস্থা করা হবে।

প্রসঙ্গত, ব্র্যাকের এক যক্ষাকর্মী করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ায় তার ভাড়াবাড়িসহ আশেপাশের ৬টি বাড়ি বুধবার সকালে লকডাউন করে প্রশাসন। ওই দিন মৃত্যু বরণ করা এক ব্যক্তির নমুনা পরীক্ষায় কোভিড-১৯ পজিটিভ হওয়ায় মুজিবনগর উপজেলা আজ বৃহস্পতিবার লক ডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির দাফন ও চিকিৎসায় সংস্পর্শে আসায় মুজিবনগরের ইউএনও, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ওসি (তদন্ত), চিকিৎসকসহ ২৪ জন কোয়ারিন্টিনে গেছেন।

মুজিবনগর লক ডাউন

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা লক ডাউন করেছে জেলা কমিটি। বৃহস্পতিবার ১২টার দিকে এ বিষয়ে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করেন। উল্লেখ্য, গত বুধবার মুজিবনগরের ভবেরপাড়া গ্রামে ইদ্রিস শাহ নামের একজন করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু বরণ করে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে ইদ্রিস শাহ করোনা পজিটিভ হওয়ায়। মুজিবনগর উপজেলা লক ডাউন করা হয়েছে।

মুজিবনগরের ব্র্যাক অফিস লকডাউন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ব্র্যাক অফিসের এক স্বাস্থ্য কর্মীর করোনা সনাক্ত হওয়ার পর মুজিবনগর ব্র্যাক অফিস অফিস লকডাউন করা হয়েছে। আজ সকালে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: উসমান গনি এ ঘোষনা দেন। একই সঙ্গে ব্র্যাক অফিসের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের অফিসে না এসে বাসায় বসে কাজ করার নির্দেশ দেন। এসময় উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. রেজওয়ান আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগর উপজেলা ব্র্যাক অফিসে ২৩ জন স্টাফের মধ্যে ১৭ জন অফিস নিবাসী এবং ৬ জন বিভিন্ন বাড়িতে ভাড়ায় থাকেন। এদের মধ্যে অফিসের ১৭ জনকে অফিসে থাকার এবং বাকি ৬ জনকে নিজ নিজ ভাড়া বাড়িতে হোম কোয়ারেন্টিনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

করোনা সনাক্ত হওয়া ওই কর্মীর বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানার মুন্সিগঞ্জ গ্রামের বাসিন্দা। দাপ্তরিক কাজে গত ২০ তারিখে কুষ্টিয়া গেছিলেন। ওই দিন থেকে হালকা জ্বর ও কাশিতে ভুগছিলেন। তিনি সেই সন্দেহে স্বেচ্ছায় নমুনা পাঠানোর স্বাস্থ্য বিভাগকে জানিয়েছিলেন।

মেহেরপুরে সনাক্ত হওয়া করোনা রোগীর আশেপাশের ১০ বাড়ি লকডাউন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে প্রথম একজনের করোনা সনাক্ত হয়েছে। তিনি বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের স্বাস্থ্য কর্মী। উপজেলা প্রশাসন ওই বাড়িসহ আশেপাশের ১০টি বাড়ি লকডাউনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।
আজ বুধবার সকালে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো:উসমান গনি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, তিনি বল্লভপুরের একটি বাসায় ভাড়া থাকেন। তিনি একজন পুরুষ। তার বয়স আনুমানিক ৩০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে।
মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন জানান, আজ বুধবার সকালে ৫জনের ফলাফল এসেছে। তার মধ্যে একজনের ফলাফল পজেটিভ এসেছে। তার শারিরীক অবস্থা ভালো আছে। তাকে বর্তমানে ওই বাড়িতে রেখেই চিকিৎসা দেওয়া হবে। পরবর্তিতে পরিস্থিতি দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
একই সঙ্গে তিনি এই মুহুর্ত থেকে মেহেরপুর বাসীকে আর ঘর থেকে বের না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

মুজিবনগরে করোনায় মৃত রুগীদের স্বেচ্ছায় দাফন করবে কওমী ওলামাগণ

মুজিবনগরে করোনা ভাইরাসের কারনে যদি কারও মৃত্যু ঘটে তাহলে স্বেচ্ছায় মৃত্যু ব্যাক্তিকে গোসল ও দাফন-কাফন করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন ইসলামী আন্দোলন কওমী ওলামায়ে কেরামগন মুজিবনগর উপজেলা শাখা।

এ লক্ষে তারা রবিবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট ১৭ জন কওমী ওলামায়ে কেরামগনের একটি তালিকা দিয়েছেন।

এ সময় তারা বলেন, আমরা খবরে দেখছি বিভিন্ন দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে। কিন্তু এই ভাইরাসটি এক জনের শরির থেকে আরেক জনের শরিরে ছড়িয়ে যাবার ভয়ে কেউ ঐ মৃত ব্যক্তির গায়ে হাত দিচ্ছে না। এমনকি তাকে গোসল কিংবা দাফন ঠিকমত করছে না। মেশিনে করে তুলে নিয়ে গিয়ে মাটিতে পুতে রেখে আসছে। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমাদের জীবন বাজি রেখে হলেও আমরা মুজিবনগরে করোনায় মৃত্যু ব্যক্তিকে স্বেচ্ছায় গোসল ও দাফন করাবো।

মেপ্র/ইএম

মুজিবনগরে কোভিড-১৯ ভলেন্টিয়ারদের মাঝে সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান

মুজিবনগরে কোভিড-১৯ ভলেন্টিয়ারদের মাঝে মাক্স,হ্যান্ডগ্লাপ্স ও ব্লিচিং পাওডার প্রদান করেছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি।

শনিবার দুপুর সাড়ে এগারোটার দিকে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অফিস কক্ষে এ সকল সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান করা হয়।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ভলেন্টিয়ারদের উদ্যেশে বলেন, আপনার জানেন যে আমাদের দেশে করোনা বর্তমানে মহামারি আকারে ধারন করতে শুরু করেছে। এই মহামারি থেকে বাচতে আমাদের সকলের সচেতনতার প্রয়োজন। আর জনগনকে সচেতন করার জন্য কোভিট-১৯ ভলেন্টিয়াররা কাজ করবে। কাউকে সচেতন করতে গিয়ে কেউ আপনারা কাউকে কটু করে কথা বলবেন না। সকলকে বুঝিয়ে বাসায় থাকার জন্য আহব্বান করবেন।

আর যদি কেউ আপনাদের কথা না শুনতে চাই তাহলে আপনারা বিষয়গুলো আমাকে জানাবেন প্রয়োজনে আমি সেখানে যাবো। তাছাড়া প্রশাসনের পাশাপাশি করোনা মোকাবেলায় মুজিবনগর উপজেলার ভলেন্টিয়াররসকল ধরনের সহযোগীতা করবে বলে আমি আশা করছি।

মোবাইল কোর্টে গিয়ে খাদ্য সহয়তা প্রদানঃ সহযোগীতার সিদ্ধান্ত ইউএনও

মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের মৃত,তৌহিদ শেখের ছেলে ইসলাম শেখ(বিহারী)। বাগোয়ান ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ড ভবেরপাড়া গ্রামের ভোটার তিনি। সোনাপুর নতুনপাড়া মাঠের ভিতর এক টুকরো জমি থাকায় সেখানে বসবাস করে সে।

স্ত্রী,দুই মেয়ে ও এক ছেলে সহ ৫ জনের সংসার তার। একজনের আয়ে চলে তার পরেবারের ৫ জনের পেট। ঝাপের তৈরি একটি কামরার ভিতর রয়েছে একটি মাত্র খাট। এই ঘরের মধ্যেই রান্না, খাওয়া ও পাঁচজন মানুষের বসবাস।

ঘরের টিনগুলোও ভাঙা, উপরের দিকে তাকালে আকাশ দেখা যাই। ঘরের চাটাইয়ের ভাঙ্গা বেড়ার যে কোনো দিক দিয়ে শিয়াল, কুকুর, সাপ বা মানুষও খুব সহজে প্রবেশ করতে পারে। এই ঘরেই রয়েছে বিয়ের উপযুক্ত দুইটি মেয়ে।

বর্তমানে বাংলাদেশেও করোনা ভাইরাস মহামারি আকারে ধারন করায় মানুষের কাজ কাম, চলা ফেরা সিমিত করে দেওয়া হয়ছে। জনগনকে বারবার বাসায় থাকার জন্য আহব্বান করছে প্রশাসন। কাজ না করেও যাতে করে কেউকে না খেয়ে থাকতে না হয় সে জন্য প্রর্যাপ্ত পরিমানে ত্রান দিচ্ছে সরকার। কিন্তু অনেকেই সরকারী এই অনুদান পেলেও খাবারের জন্য একটিও চাল পাইনি অসহায় পরিবার। তবে সেই পরিবারের প্রতি সুদৃষ্টি পরেছে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনীর।

এ অসহায় পরিবারে এ অবস্থার পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। শনিবার বিকালে তার বাড়ি ঘর দেখার পর উপজেলায় ডেকে নিয়ে সরকারী খাবার সামগ্রী দেওয়া হয়েছে। সামনে কখনো সরকারী বরাদ্ধ গরীবদের মাঝে ঘর আসলে তাকে একটি ঘরের ব্যাবস্থা করে দেওয়া হবে বলে মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানিয়েছেন ইউএনও উসমান গনি। উপজেলা নির্বাহী অফিসার জানান, শনিবার দুপুরে তার বাড়িতে মোবাইল কোর্টের অভিযান চালানো হয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে তার এই দূর-অবস্থা দেখতে পাই।

মাঠের ভিতর একটিই মাত্র বাড়ি, তার উপর ভাঙা ঝাপের ঘর। চোখের সামনে দেখতে পাই স্ত্রী-সন্তানসহ ৫ সদস্য বিশিষ্ঠ পরিবারটির অমানবিক জীবন-যাপন। তার পরিবারে বিয়েতূল্য দুইটা মেয়ে আছে। তাদের দেখার পর নিজের কাছে মনে হলো একে যদি সাজা দিই তাহলে আরো বেশি ক্ষতি হয়ে যাবে এই পরিবারের। একে সাজা দিলে ভাবে থাকবে এই পরিবার।

কে দেবে বিয়েতূল্য দুই মেয়ের নিরাপত্তা।তখন মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম তাকে সাজা দেওয়াতো দূরে থাক, বরং কিছু টাকা এই পরিবারকে দিয়ে আসা উচিত। এরপর সাথে সাথে আমি তাদেরকে উপজেলায় আসতে বলি। তারা উপজেলা আসলে তাদের হাতে তুলে দিই সরকারীভাবে দেওয়া ত্রানের একটি অংশ। আমি যতদিন মুজিবনগরে আছি ততদিন এই পরিবারের এ অবস্থার পরিবর্তন করার চেষ্টা করবো। যতদূর পারি এই পরিবারকে সরকারি সহযোগিতা প্রদান করবো।